(দুই)

তসলিমার মত প্রকাশের অধিকার অবশ্যই সমর্থনযোগ্য

তসলিমা নাসরিন একালে একজন বিতর্কিত লেখিকা এবং বহুপরিচিত মানুষ। পরিচিত তিনি শুধু এদেশেই নন, সারা বিশ্বেই। এদেশে তাঁর সমর্থকের সংখ্যা কম নয়, বিরোধীও অনেক, সম্ভবত তাঁরাই সংখ্যায় অধিক। সমর্থকেরা জোরের সঙ্গেই সমর্থন করেন, বিরোধীরা আরও প্রবলভাবে বিরোধিতা করেন। জীবনকালে বহু দুর্যোগের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে কী হবে তাঁর পরিচয়?

আমার ধারণা ভবিষ্যতে তাঁর একটি পরিচয়ই প্রধান হয়ে থাকবে। তিনি নারীমুক্তির এক প্রবল প্রবক্তা এবং সেই প্রসঙ্গে ধর্মীয় বিধানের, বিশেষত ইসলামের, কঠোর সমালোচক। তাঁর আর একটি পরিচয়, তিনি দুঃসাহসিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত। তিনি কবি ও সাহিত্যিকও বটে, তবে তাঁর সেই পরিচয় স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না। এই সময় বাংলা ভাষায় তাঁর চেয়ে বড় কবি ও সাহিত্যিক কম নেই।

তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে আমার মতামতের কিছু অমিল আছে। অমিলটা নারীর অধিকার নিয়ে নয়। ইসলাম ও পয়গম্বর বিষয়ে তসলিমার লেখায় অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার বিচারে হজরত মহম্মদ একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। যাঁরা তাঁকে মানুষের অধিক কিছু মনে করেন আমি অবশ্য তাঁদের সঙ্গে সহমত নই। ধর্ম হিসেবে ইসলামকে আমার বিশ্বের এক প্রধান ধর্ম বলে মনে হয়। তবে কোনও ধর্মই প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিকৃতির ঊর্ধ্বে থাকেনি। আমি শ্রদ্ধা রক্ষা করেই ধর্মের সমালোচনায় আগ্রহী।

যাই হোক, তসলিমা নাসরিনের প্রতি আমার সমর্থনের প্রধান কারণ তাঁর মতামত নয়। তাঁর মতামত যেখানে আমার বিচারে অগ্রাহ্য, সেখানেও তাঁর মতপ্রকাশের অধিকার আমি সমর্থন করি। তাঁর বিরুদ্ধে যাঁরা লেখেন তাঁদেরও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই মান্য। এই চলমান তর্কের আমি সমর্থক। তসলিমার কোনও কোনও বিরোধীর সঙ্গে এইখানে আমার মতের প্রভেদ ঘটে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর নাসরিনের সমর্থকের সংখ্যা কম। যাঁরা মৌলবাদী নন তাঁরাও অনেকে তসলিমাবিরোধী। এই সমালোচকদের ভিতর আমার বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিও আছেন। বিক্ষুব্ধ বন্ধুরা তাঁদের ক্ষোভ তীব্র ভাষাতেই জানিয়ে থাকেন। চেনা অচেনা এই বন্ধুদের আক্রমণের লক্ষ্য যদিও তসলিমা তবুও কখনও কখনও তাঁদের ক্ষোভ আমাকেও ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করে। কিছুদিন আগে চিঠি পেয়েছি এই রকমেরই এক বিক্ষুব্ধ লেখকের কাছ থেকে। লেখকের অনুমান, দৈনিক স্টেটসম্যানের মতন কাগজে তাঁর লেখা প্রকাশ করা হবে না, তাই তিনি আমাকেই চিঠিটা পাঠিয়েছেন। সেই চিঠির অংশবিশেষ আমার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ তুলে ধরছি এই কাগজের পাঠকদের জন্য।

বিক্ষুব্ধ বন্ধুটির পত্রের প্রথম বাক্যটি এইরকম: "তসলিমা নাসরিন তার নোংরা বিছানার চাদরটি কোথায় কবে কতটা কাচাকাচি করবেন সে সব নিয়ে মুসলমানদের মাথাব্যথা নেই।" মাথাব্যথা মুসলিমদের আছে বলেই তো মনে হচ্ছে আমার। আর সেটা প্রকাশ পায় নানাভাবে, কখনও সরাসরি আক্রমণের আকারে, আবার কখনও নৈঃশব্দের ভিতর দিয়ে। তসলিমার ওপর শারীরিক আক্রমণও হয়েছে এই ভারতেই, ফতোয়া জারি করা হয়েছে তাঁর প্রাণনাশের জন্য। এরপর পত্রলেখক বলছেন, "ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমরা সংখ্যাগুরুর ফ্যাসিবাদের শিকার। তাই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরুর প্রতি ভারতীয় সংখ্যাগুরুর আঙুল তোলা অশোভন ও বেমানান।" তাই কি? আমার তো মনে হয়, ভারতে বাংলাদেশে মার্কিনরাজ্যে পৃথিবীর সর্বত্র ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মানবিক কর্তব্য আমাদের প্রত্যেকের আছে, প্রতিবাদ না করাই অশোভন।

বিক্ষুব্ধ বন্ধুটি লিখেছেন, "দৈনিক স্টেটসম্যানে "গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা" শীর্ষক এক কৃশ স্তম্ভে আপনি বলতে চেয়েছেন যে তসলিমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে না নিয়ে আসলে গণতন্ত্রের পরাজয় ঘটবে। অর্থাৎ পয়গম্বর (স.) একজন 'লম্পট' 'চরিত্রহীন' এটা স্বীকার করাই গণতন্ত্র! ...আপনি লিখেছেন যে নাসরিনের সঙ্গে সব বিষয়ে আপনার মতের মিল নেই। সেই অমিলটা কোথায় তা উল্লেখ করেননি।" এক "কৃশ স্তম্ভে" সব বিষয়ে সব কথা ভরে দেওয়া সম্ভব হবে, এমন আশা করা ভুল। ইসলাম বিষয়ে আমার চিন্তাভাবনা আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আকারে বলেছি, সেটা প্রকাশিত হয়েছে বহু প্রচারিত পত্রিকায়, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পুস্তকেও। পত্রলেখকের সম্ভবত চোখে পড়েনি সেই লেখা। এটা আমার অপরাধ নয়, দুর্ভাগ্য হতে পারে। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই আমি এ বিষয়ে লিখেছি। কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন যে, ইসলামের প্রতি আমার অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব আছে, এই মর্মে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি আমি পেয়েছি হিন্দু সমালোচকদের কাছ থেকে কটু ভাষায়।

হজরত মহম্মদকে অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব রূপেই আমি জানি। তবে কেউ যদি এবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে তাঁর সেই অভিমত প্রকাশ করবার অধিকার আমি মানি। যীশু খ্রীষ্টকে কেউ কেউ জারজ সন্তান বলেছেন। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য আমার জানা নেই। যীশুর জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করার চেয়ে তাঁর মহান বাণী স্মরণ করাই বেশি জরুরি। ইতিহাসে সেই ভাবেই তিনি স্মরণীয়। নবী মহম্মদের ক্ষেত্রেও তাঁর বাণী স্মরণীয়। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে যে সব অপবাদ দেওয়া হয়েছে সেই সব অতিক্রম করেই ইতিহাসে ইসলামের পয়গম্বরের স্থান সুরক্ষিত থাকবে। এই বিশ্বাসটুকু জরুরি। এতেই ইসলামের গৌরব বাড়বে। এরই সাক্ষী হয়ে আছে সহস্রাধিক বছরের ইতিহাস। ধৈর্যশীল ঔদার্যের সীমানার ভিতর থেকে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের পক্ষে ও বিপক্ষে সকলের নিজ নিজ বিচার ও বিবেক অনুযায়ী বাক্য বলবার অধিকার যে সমাজে যতটা বজায় রাখা যায়, সেই সমাজ ততটা স্বাধীন ও সুসভ্য।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার নৈতিক অধিকার সকলেরই আছে। তবে সব বিষয়ে সকলের প্রতিবাদ সমান মূল্যের অধিকারী হয় না। যেখানে ছোট স্বার্থ বুদ্ধিপ্রবল কিংবা সংকীর্ণ পক্ষপাতিত্ব প্রকট, সেখানে প্রতিবাদের নৈতিক গৌরব কম। যেখানে প্রতিবাদ নিঃস্বার্থ এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত সেখানে সামাজিক ভাবে সেটা অধিক হিতকর। বিবেকী মানুষ এই রকমের হিতকারী দৃষ্টি থেকে তাঁর কর্তব্যের ক্ষেত্র বেছে নেন।

"গুজরাট গণহত্যার থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে?" প্রশ্ন তুলেছেন আমার বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী বন্ধুটি। হয় তো বা হতে পারে, হয় তো ঘটেছে তাও বার বার এদেশে ও বিদেশে। তবু গুজরাতের হত্যাকাণ্ডকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম আমার প্রতিবাদের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে। শুধু বাক্যের দ্বারা নয়, ঘোষিতভাবে বাহাত্তর ঘণ্টার অনশনের ভিতর দিয়ে আমি তখন প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, সংবাদপত্রে সেখবর বেরিয়েছিল। এক প্রতিবেশী উত্তেজিতভাবে সেদিন দোষারোপ করেছিলেন, পূর্ববাংলার হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বেলায় আমি কী করেছি?

তসলিমা নাসরিন বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর নিজ দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে। আমার প্রতি পত্রলেখকের ক্ষুব্ধ তিরস্কার, "আপনার মতো ব্যক্তিও তসলিমা বন্দনা করছেন দেখে অবাক হচ্ছি। সেটা কি বর্ণ বর্গ স্বার্থ তাড়িত মানস?" আমি আমার মতো করে প্রতিবাদের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলাম, তসলিমা নাসরিন তাঁর মতো। না, "বর্ণ বর্গ স্বার্থ" এর কারণ নয়, এই বিবেকী নির্বাচনের পিছনে স্বার্থ খুঁজতে যাবেন না বন্ধু!

তসলিমার খ্যাতিকে অনেকে ঈর্ষার চোখে দেখেন। এখানে মনে রাখা উচিত, তিনি যখন প্রথমে তাঁর পথ বেছে নিয়েছিলেন তখনই সেটা ছিল এক দুঃসাহসের পথ। আজ সেটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্গকন্যার দুঃখের পথ। রাজনীতির অপবিত্র স্পর্শে সেটা হয়ে উঠেছে বিপদেরও কারণ। যেমন সিঙ্গুর তেমনই তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিক ইতিহাস দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে সতর্ক করছে সুশীল সমাজকে।

লেখক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য